Israfil Mallick
Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- IV (G)

10. (চ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কাকে বলে? প্রশ্নমান-৫

উঃ ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব হরণ করে দেশীয় নৃপতিগণকে ব্রিটিশ অধীনতাপাশে আবদ্ধ করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারকল্পে ১৭৯৮ সালে যে নীতি গ্রহণ করেন তাকে অধীনতামূলক নীতি বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে তার এই চুক্তি ছিল একটি ফাঁদ এবং এই ফাঁদে পরার অর্থ ছিল কোনো রাজা বা রাজ্যের পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া, এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে,—

(i) কোনো দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করলে ইংরেজরা তার রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে রক্ষা করবে,

(ii) তার রাজ্যে একদল ইংরেজ সেনা রাখতে হবে এবং সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে নগদ টাকা, রাজ্যের এক্তাংশ ছেড়ে দিতে হবে,

(iii) এই রাজ্যের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি থাকবে,

(iv) কোম্পানির বিনা অনুমতিতে অপর কোনো শত্রুর সঙ্গে শান্তি স্থাপন বা যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবেনা,

(v) মিত্রতা স্বাক্ষরকারী রাজ্যটি কোনো কর্মচারী নিয়োগ করতে চাইলে ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো ইউরোপীয়কে নিয়োগ করতে পারবেনা,

এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরিণাম ছিল আত্মরক্ষার অধিকারহীনতা, হায়দ্রাবাদের নিজাম এই দাসত্বের চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষর করেন, মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যগুলিকে নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করায় রাজ্যগুলি তাদের সৈন্যসংখ্যা বহুল পরিমাণ হ্রাস করে, ফলে পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লক্ষ লক্ষ সৈনিক কর্মচ্যুত হওয়ায় রাজ্যগুলিতে দারিদ্র্যের প্রাদুর্ভাব ঘটে, এইসব কর্মচ্যুত সৈনিকদের অনেকেই ভ্রাম্যমান পিন্ডারি ও অন্যান্য দস্যু দলে যোগ দিয়ে লুঠতরাজ করে বেড়াতে থাকে, স্যার টমাস মনরো বলেন যে, যেখানে এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছে সেখানেই শ্রীহীন পল্লিগ্রাম, ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা তার চিহ্ন বহন করেছে, এই চুক্তির দ্বারা কোম্পানির শক্তি ও সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং ইংরেজদের পক্ষেও সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়, ওয়েলেসলির কথায় এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইংরেজ বিরোধী কোনো জোট বাঁধার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা।